১. উদারনৈতিক গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যগুলি লেখ।

বর্তমান বিশ্বের প্রায় সব দেশেই উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রচলিত। বুর্জোয়া গণতন্ত্র থেকে উদারনৈতিক গণতন্ত্র উদ্ভব। ভারত,জার্মান,জাপান,আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, প্রভৃতি দেশে উদারনৈতিক গণতন্ত্র দেখা যায়।

উদারনৈতিক গণতন্ত্রের মূল বৈশিষ্ট্য গুলি হল- (১) রাজনৈতিক সাম্য স্বীকৃত হলেও অর্থনৈতিক সাম্যকে তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয় না- বাজারনীতি প্রতিযোগিতামূলক হওয়ায় অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।এ প্রকার গণতন্ত্রের সহযোগিতা অপেক্ষা প্রতিযোগিতা বেশি গুরুত্ব পায়।

(২) রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও অধিকারের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। প্রত্যেক নাগরিকের জীবনের সম্পত্তির, শিক্ষার, বৃত্তি নির্বাচনের, ধর্মাচরণের, নির্বাচনে নির্বাচিত হবার, ইত্যাদি অধিকার স্বীকার করা হয়।

(৩) অর্থনীতির ক্ষেত্রে 'অবাধ বাণিজ্য নীতির' পরিবর্তে 'পরিকল্পিত বাণিজ্য নীতি' গ্রহণ করা হয়। পরিকল্পিত বাণিজ্য নীতিতে কয়েকটি মাত্র শিল্পকে সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখা হয়, অন্যান্য শিল্পকে বেসরকারী সংস্থার নিয়ন্ত্রণাধীন করা হয়।

(৪) বহুদলীয় শাসন-ব্যবস্থাকে স্বীকার করা হয়, যেখানে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে, শাসন-ক্ষমতা অধিকারের জন্য, অবাধে এবং প্রকাশ্যে প্রতিযোগিতা থাকে।

(৫) জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে প্রত্যেক নাগরিকের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব লাভের পথ উন্মুক্ত থাকে।

(৬) নির্ধারিত মেয়াদ অন্তে, সর্বজনীন ভোটের মাধ্যমে, নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। উদারনৈতিক গণতন্ত্র প্রকৃতপক্ষে জনমতের ওপর প্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্র। শাসন-ব্যবস্থা জনমত- বিরোধী হলে ভোটের মাধ্যমে জনগণ নির্বাচিত সরকারকে অপসারিত করতে পারে।

২. সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করো।

সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর বুর্জোয়া গণতন্ত্রের প্রতিবাদ স্বরূপ বিশ্বের কয়েকটি দেশে যেমন উদারনৈতিক গণতন্ত্রের উদ্ভব হয়, তেমনি আবার কয়েকটি দেশে, বিশেষত সোভিয়েত রাশিয়া এবং চীনদেশে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের (Socialist Democracy) সূত্রপাত হয়। সমাজতান্ত্রিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা মুখ্যত কার্ল মার্ক্সের এবং লেনিনের মতবাদের ওপর নির্ভরশীল। এই ব্যবস্থার মূলে হল মার্ক্সের তত্ত্ব এবং লেনিনের সেই তত্ত্বের প্রয়োগ।

সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের লক্ষ্য হল পুঁজিবাদী উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার দোষ- ত্রুটিগুলিকে অপসারিত করে এক সাম্যবাদী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠা করা, যেখানে পুঁজিপতি বুর্জোয়াদের শাসন-ক্ষমতা থেকে অপসারিত করে সর্বহারা প্রোলেতেরিয়েত সেই ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়।পুঁজিবাদী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার উচ্ছেদ ঘটিয়ে এবং মার্ক্সের তত্ত্বকে প্রয়োগ করে লেনিন যে রাজনৈতিক শাসন-ব্যবস্থা পত্তন করেন তা হল সাম্যবাদী

সমাজ পত্তনের পথে এক অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা-সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র ব্যবস্থা। বর্তমানে, প্রজাতান্ত্রিক চীন, কিউবা, ভিয়েতনাম, কোরিয়া প্রভৃতি দেশগুলিতে রাজনৈতিক ব্যবস্থা হল সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র।

সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলি হল-

(১) এই ব্যবস্থায় সমাজের শাসনব্যবস্থা একটি মাত্র দল বা শ্রেণী নির্ধারণ করে-সর্বহারা শ্রেণী বা প্রোলেতেরিয়েত শ্রেণী। কাজেই এই ব্যবস্থা একদলীয় শাসন-ব্যবস্থা- শ্রমিক-কৃষক শ্রেণীর একনায়কত্ব ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থায় সমাজের প্রত্যেকটি ব্যক্তিকে সমাজের গঠনমূলক কাজে নিযুক্ত থাকতে হয়।

(২) একাধিক শ্রেণী না থাকায় এই ব্যবস্থায় শ্রেণীদ্বন্দ্ব বা শ্রেণী শোষণ থাকে না। সমাজের সব সম্পত্তির মালিক সর্বহারা শাসিত রাষ্ট্র। ব্যক্তিগত সম্পত্তি না থাকায়, সম্পদের ব্যক্তিগত মালিকানার অবসান ঘটায়, সম্পত্তিকে কেন্দ্র করে ভূম্যধিকারী ও ভূমিহীনের মধ্যে, বিত্তবান ও বিত্তহীনের মধ্যে, দীর্ঘদিনের যে বিবাদ তারও অবসান ঘটে।

(৩) সমাজের সমগ্র সম্পত্তি রাষ্ট্রায়ত্ত হওয়ায় এই ব্যবস্থায় ব্যক্তি মাত্রেরই অর্থনৈতিক নিরাপত্তা সুরক্ষিত হয়-অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থানের জন্য সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের কোন দুর্ভাবনা বা থাকে না।

(৪) এই ব্যবস্থার সমর্থকগণ এটাও মনে করেন যে, মার্ক্সীয় সাম্যবাদকে (Communism) প্রতিষ্ঠা করার জন্য সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র এক অপরিহার্য প্রস্তুতিপর্ব। তাত্ত্বিকদের বিশ্বাস যে, সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের পথ ধরেই মানব সমাজে একদিন পরিপূর্ণ সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হবে, যখন আর কোন শ্রেণী (শ্রমিক অথবা মালিক শ্রেণী) থাকবে না, শোষণ থাকবে না এবং যখন আর মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য রাষ্ট্ররূপ শাসন-যন্ত্রেরও প্রয়োজন হবে না।